একটি পোস্টকার্ডের গল্প

গৌর বৈরাগী

চিঠি সর্টিং করতে গিয়ে হাতে লেখায় চোখ আটকে গেল রতন কুণ্ডুর। শ্যামসুন্দর ঘোষ, কালীতলা লেন, ঠিকানা। চিঠির লেখাটি মনে হল ছাপা। ভাল করে দেখতে গিয়ে অবাক। এতো হাতের লেখা। পিওনদের শুধু ঠিকানা দেখাটাই দস্তুর। রতনও তাই দেখে। কিন্তু হাতের লেখাটা তাকে চিঠিতে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে তার জন্যে আরও বড় খবর অপেক্ষা করছিল।

বাবা শ্যামসুন্দর,

কল্যাণময় ঈশ্বরেচ্ছায় এবার তোমার সুদিন আসিতেছে...

কালীতলা লেনে চিঠিফিটি আসে না। চিঠি আসা যাওয়ার মত লোকজনই বা কোথায়। আটঘর মাতাল, পাঁচঘর রিক্সাওলা, জনা আষ্টের বাজারওলা আর শহরের পুরো ঝি সাপ্লাই দেয় এই কালীতলা লেন। তারই মধ্যে কি ঘাপটি মেরে আছ শ্যমসুন্দর ঘোষ।

অনেক খুঁজে বাড়িটা পেল রতন। পাঁচ ইঞ্চির দেওয়াল। ওপরে টালি। সামনে একটা নড়বড়ে দরজা, পাশে আধখোলা জানলা। জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর বিছানায় ঢাঙানো চিঠি হয়ে যাওয়া মশারিটা দেখতে পেল সে। জানলা গলিয়ে চিঠিটা ফেলে আসা যেত। যেমন অন্যজায়গায় করে সে। কিন্তু হাতের লেখাটাই গণ্ডগোল করল। এই মুক্তাক্ষরের সঙ্গে এই বাড়ি এই এলাকা মেলে না। চিঠিতে বয়ে আসা সংবাদও ঠিক ঠিক খাপ খায়না যেন। লোকটাকে দেখার ইচ্ছে থেকেই সে চাপা গলায় ডাক দিল, শ্যামসুন্দর ঘোষ

মিনিটখানের বাদে ঘরঘড় শব্দে দরজা খুলে গেল। ময়লা চিট পাতলুন, মাঝে মাঝে ছেঁড়া। কাঁধ ফেঁসে যাওয়া গেঞ্জি। এক মুখ দাড়ি।

আপনি শ্যামসুন্দর ঘোষ ?

হ্যাঁ। লোকটা ঘাড় নাড়ল।

চিঠি আছে। ররতন পোষ্ট - কার্ডটা বাড়িয়ে দিল।

তার কাজ এইটুকু। এবার চলে যাবার কথা। কিন্তু যাওয়া হল না। শুধু তো হস্তাক্ষর নয়, চিঠিতে বড় সুদিন আসিতেছে। যা মানুষ চায়। যা চাইতে পারে। চলে যেতে পা সরল না রতনের। সে অবাক তাকিয়েছিল। লোকটা চিঠি পড়ছে। নিভু নিভু চোখে হাজার ওয়াটের আলো জ্বলে উঠছে বুঝি।

বাবা শ্যামসুন্দর...

আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে তোমার মেয়ের বিবাহের যোগ আছে। আসছে বছর ইংরিজি এপ্রিল মাসের মধ্যে তেমার ছেলের পাকা চাকরীটাও হইয়া যাইবে। তোমার স্ত্রীর জন্য আমি যে ওষুধগুলি পাঠাইয়াছিলাম তাহা নিয়মমত সেবন করিলে যন্ত্রণার উপশম অবশ্যই হইবে। ইতি

আশির্বাদান্তে

ক্ষেপা বাবা (তারাপীঠ)

শ্যামসুন্দর ঘোষ মুখ তুলতেই রতন বলল, আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি।
অন্যায়!
হ্যাঁ, আপনার চিঠিটা আমি পড়েছি। পড়ার পরই মনে হল আপনার কছে খোঁজটাও জেনে নেওয়া আমার দরকার।
কি জানবেন?
ওই খবরটা।
শ্যামসুন্দর ঘোষ তাকাল। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জঙ্গল। খানাখন্দ ভরা মুখ। ক্ষু চুল। গেঞ্জির ভেতর শীর্ণ শরীর।
দরজা আস্তে ভেজিয়ে রাস্তায় নামল। পাশে রতন। শ্যামসুন্দর চাপা গলায় বলল, বলুন কি জানতে চান।
ক্ষেপা বাবাকে আমারও দরকার। তারাপীঠেই পাব ওঁকে?
না।
তাহলে!
আমিই তো ক্ষেপা বাবা। শ্যামসুন্দর যেন হাসল। ধরে ধরে হাতের লেখাটা লিখতে হয়েছে যাতে ধরা না পড়ি।
রতন অবাক তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। তার চোখে অবিশ্বাস।
আমার কোন উপায় ছিল না। শ্যামসুন্দর ঘোষ ফিসফিস করে বলল। সুইসাইডগুলোকে এক দেড় বছর তো পিছিয়ে দেওয়া গেল।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com